তারিখ 11 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

দৈনিক
ইত্তেফাক

পাঠ্যবইয়ের কাগজ ও তথ্যগত ত্রুটি

নাদিয়া বিনতে কবির

গত পহেলা জানুয়ারি শেষ হলো বই উৎসব। শিক্ষার্থীরা বছরের প্রথম দিন নতুন বই হাতে পেয়ে আনন্দে মেতে ছিল। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় ছিলো উৎসবের আমেজ। কিন্তু বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও পাঠ্যবইয়ে নিম্নমানের কাগজ ও প্রচুর ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক স্তরে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের দায়িত্ব পায় ২২টি প্রতিষ্ঠান, কিন্তু তাদের কাজের মান আশানুরূপ হয়নি। বইয়ের মলাট সুন্দর হলেও ভেতরে দেয়া হয়েছে নিম্নমানের কাগজ। পাতায় পাতায় রয়েছে ভাজের সারি এবং বিভিন্ন ছবিতে রং ছড়ানো-ছিটানো। অথচ বই ছাপার জন্য আহূত দরপত্রে কাগজের মানের বিষয়ে বলা হয়েছে প্রাথমিকের বইয়ে গ্রামস পার স্কয়ার মিটার- জিএসএম হবে ৮০ শতাংশ, ভারজিন পালপ থাকবে ৭০ শতাংশ। উল্লেখিত চাহিদাপূরণ করে বই ছাপানো হলে মান খারাপ হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না।

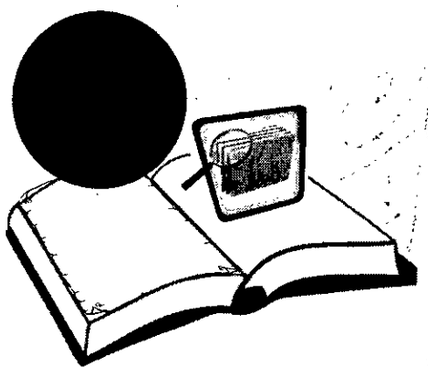

এছাড়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুরনো কাগজ রিসাইকেল করে সেগুলো দিয়ে বই ছাপানো হচ্ছে। বাংলাদেশে ভারজিন পালপে তৈরি কাগজ ও রিসাইকেল করা কাগজ নির্ণয়ের কোনো পদ্ধতি এখনো নেই।

এ বছর যে মানের বই ছাপানো হয়েছে সেগুলোর স্থায়িত্ব ৯০ দিনের বেশি হবে না বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। এরপর এ বই পড়ার উপযোগী থাকবে না। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে বই ছাপানোতে বাজেট ছিলো ২৯২ কোটি টাকা, সেখানে খরচ হয়েছে মাত্র ১৯৮ কোটি টাকা। শুধু নিম্নমানের কাগজ কিংবা বাঁধাই নয়। বইয়ে রয়েছে অসংখ্য তথ্যগত ত্রুটি। শিক্ষার্থীরা এসব তথ্য ভুল জেনে জ্ঞানার্জন করছে। যা মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়।

সপ্তম শ্রেণির বাংলা সপ্তবর্ণা বইয়ের ৮১নং পৃষ্ঠার প্রথম প্যারায় ১৪নং লাইনে উল্লেখ করা হয়েছে, "১৯৭১ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে ১৯৭২ সালের স্থলে ১৯৭১ সাল দেয়া হয়েছে। এছাড়া সপ্তবর্ণা বইয়ের ৭১নং পৃষ্ঠায় ছাপানো কবি কালিদাস রায়ের "অপূর্ব প্রতিশোধ" কবিতার তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন বাদ পড়েছে। বইয়ের ৬৮নং পৃষ্ঠায় সুকুমার রায়ের "আনন্দ" কবিতার প্রথম লাইন বাদে একটি লাইনও সঠিকভাবে সাজানো হয়নি।

অপরদিকে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইয়ের ৯২ পৃষ্ঠার অধ্যায় ১২ এর ১নং লাইনে বলা হয়েছে জাতিসংঘের ৪টি প্রশাসনিক শাখার নাম লেখ। অথচ আমরা জানি জাতিসংঘের একটি প্রশাসনিক শাখা রয়েছে।

পাঠ্যবইয়ে যদি এভাবে ভুল তথ্য দেয়া হয়, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সঠিক জ্ঞান অর্জন হতে বঞ্চিত হবে। যা কখনো কাম্য নয়।

● লেখক: আই.ই.আর (দ্বিতীয় বর্ষ)
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়